সিকি শতাব্দীর কমপিউটার জগৎ

গোলাপ মুনীর

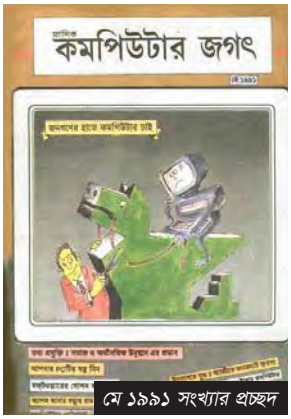

মে ১৯৯১ সংখ্যার প্রচ্ছদ

কমপিউটার জগৎ। একটি নাম। একটি পত্রিকা। একটি আন্দোলন। একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে এগিয়ে নেয়ার হাতিয়ার– ইত্যাদি নানা বিশেষণেই কমপিউটার জগৎকে বিশেষায়িত করা যায়, অভিহিত করা যায়। বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের এ এক ধারাবাহিক ইতিহাস। এর পরতে পরতে গ্রথিত হয়ে আছে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসের সমূহ উপাদান। তাই কমপিউটার জগৎকে বলা যায় এক ইতিহাসেরও নাম। কমপিউটার জগৎ-এর চলতি সংখ্যাটি যখন বর্ধিত কলেবর নিয়ে নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়ে সম্মানিত পাঠকদের হাতে, তখন এর মাধ্যমে কার্যত পূরণ হলো এ দেশের সিকি শতাব্দীর তথ্যপ্রযুক্তির ইতিহাসের এক গৌরবদীপ্ত দলিলায়ন, ডকুমেন্টেশন। কারণ, এই 'এপ্রিল ২০১৬' সংখ্যাটিই হচ্ছে কমপিউটার জগৎ-এর '২৫ বছর পূর্তিসংখ্যা'।

এ এক অনন্য উদাহরণ

কমপিউটার জগৎ-এর নিয়মিত পাঠক ও এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সাথে সংশ্লিষ্টজনেরা নিশ্চয় জানেন, কমপিউটার জগৎ-এর প্রকাশনা শুরু করেছিল ১৯৯১ সালের ১ মে। চলতি এপ্রিল ২০১৬ সংখ্যাটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে পূর্ণ হলো এর নিয়মিত প্রকাশনার ২৫ বছর। তথ্যপ্রযুক্তির মতো কাঠখোট্টা বিষয়ে একটি বাংলা সাময়িকী নিয়মিতভাবে পঁচিশ বছর একটানা প্রকাশ যে কত দুরূহ ব্যাপার, তা শুধু ভোক্তভোগীরাই উপলব্ধি করতে পারবেন। বাংলা ভাষায় একটি তথ্যপ্রযুক্তি সাময়িকী একটানা ২৫ বছর নিয়মিত প্রকাশ করে পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার এই দুরূহ কাজের উদাহরণ শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের আর কোথাও নেই। এ এক অনন্য উদাহরণ। তবে অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আমাদেরকে তা সম্ভব করে তুলতে হয়েছে। আর তা করতে পেরে আজ আমরা সত্যিই গর্বিত। তবে আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করি– এ গর্বের ভাগীদার আমাদের সম্মানিত লেখক, পাঠক, গ্রাহক, উপদেষ্টা, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীরা। কারণ, তাদের সক্রিয় সহযোগিতাই মূলত আমাদেরকে এ গর্বের ভাগীদার করে তুলেছে। আমরা সুদৃঢ়ভাবে আশাবাদী– তাদের এই সক্রিয় সহযোগিতা আগামী দিনেও সমধিক অব্যাহত থাকবে। তাদের এই সহযোগিতাই আমাদের আগামী দিনের পাথেয়। আর এই পাথেয়সূত্রেই কমপিউটার জগৎ আগামী দিনগুলোতে আরও অনেকদূর এগিয়ে যাবে।

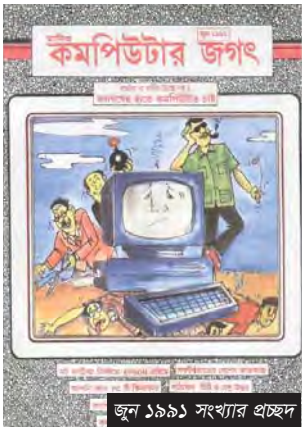

জুন ১৯৯১ সংখ্যার প্রচ্ছদ

একটি আন্দোলনের নাম

কমপিউটার জগৎ পাঠকের অনেকেই জানেন– এর সূচনা সংখ্যাতেই সুস্পষ্ট হয়ে যায়, এই পত্রিকাটি এ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এর প্রকাশনার অভিযাত্রা শুরু করে। আর এই আন্দোলন হবে একটি মৌল আন্দোলন, যা বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে সত্যিকারের উন্নয়ন আর অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাবে। কমপিউটার জগৎ-এর সাংবাদিকতা এগিয়ে চলবে শুধুই ইতিবাচকতার ওপর ভর করে, যেখানে কোনো ধরনের নেতিবাচকতার স্থান কখনই থাকবে না। কমপিউটার জগৎ হবে না কোনো মহলবিশেষের মুখপত্র। এটি হবে সত্যিকারের জাতীয় মুখপত্র। এই উপলব্ধি থেকেই আমাদের প্রথম মৌলদাবি ছিল– 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই'। আমরা আমাদের এই দাবিটিই উপস্থাপন করি আমাদের সূচনা সংখ্যা 'মে ১৯৯১ সংখ্যায়'। এই দাবিটিকে আমরা জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে এর প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের শিরোনাম করি– 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই'। কারণ তখন কমপিউটার নামের যন্ত্রটি ছিল সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। এটি ছিল অভিজাতের ঘরের শৌখিন এক পণ্যবিশেষ। তাই এই প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা সেই ১৯৯১ সালেই উচ্চারণ করি– 'এ দেশে প্রচলিত রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সুযোগ ও অধিকারের মতোই কমপিউটারের বিস্তার সীমিত হয়ে পড়েছে মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান ও শৌখিন মানুষের মধ্যে। মেধা, বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রতায় অনন্য এ দেশের সাধারণ মানুষকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে শাণিত করে তোলা হলে এরাই সম্পদ-জীবন ও বিবেকবিনাশী বর্তমান জীবনধারা বদলে দিতে পারে। ইরি ধানের বিস্তার, পোশাক শিল্প ও হালকা প্রকৌশল শিল্পে কৃষক, সাধারণ মেয়ে, কর্মজীবী বালকেরা সৃষ্টি করছে বিস্ময়। একই বিস্ময় কমপিউটারের ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হতে পারে– যদি স্কুল বয়স থেকে ▸